দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 27 MAY 1994
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

বাস্তবায়ন সমস্যা ও অন্যান্য জটিলতায়

শিক্ষার জন্য খাদ্য কার্যক্রম ব্যাহত

"শিক্ষার জন্য খাদ্য কার্যক্রম" বাস্তবায়নে নানা সমস্যা দেখা দিয়াছে। সাতক্ষীরা ও ভৈরবের খবরে জানা যায় : শিক্ষার জন্য গম উত্তোলন ও বরাদ্দের দায়িত্ব অর্পণ ও তজ্জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় সঙ্কুলানের ব্যবস্থা না থাকায় নানা সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। শিক্ষকরা শিক্ষাদানে পুরা সময় ব্যয় করিতে না পারায় মূল শিক্ষাদানের কাজ ব্যাহত হইতেছে। এজন্য এই দায়িত্ব বিকল্প কোনও কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত হওয়া দরকার বলিয়া তাঁহাদের অনেকে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। খবর ইত্তেফাকের সাতক্ষীরা ও ভৈরব সংবাদদাতার।

সাতক্ষীরা ।। সবার জন্য শিক্ষা এবং খাদ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম বিভিন্ন সমস্যার বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছে সাতক্ষীরা। জেলার ৬ হইতে ১০ বৎসরের ৮০ সহস্র।-

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

বাস্তবায়ন সমস্যা

(৩য় পৃঃ পর)

শিশু শিক্ষা গ্রহণের আদৌ সুযোগ পায় নাই। আর যাহারা বিদ্যালয়ে যাইতেছিল তাহাদের অনেকেই যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

জেলার সাতটি থানায় ৬ হইতে ১০ বৎসরের উপযোগী শিশুর সংখ্যা ২ লক্ষ ৫৬ হাজার ২৭২ জন, ইহার মধ্যে বালিকার সংখ্যা হইতেছে ১ লক্ষ ২২ হাজার ৬৪২ জন। বেসরকারী এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, এই সংখ্যা ৩ লক্ষাধিক। সরকারী হিসাব মতে ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৭০ জন ৬ হইতে ১০ বৎসর বয়স্ক শিশুকে স্কুলে ভর্তি করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে বালিকার সংখ্যা ১ লক্ষ ২ হাজার ৪৯৪ জন। সরকারী হিসাব মতে ৩,৮২০২ জন শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভে বঞ্চিত আছে। বেসরকারী হিসাব মতে ৮০ সহস্রাধিক শিশু শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ হইতে বঞ্চিত।

খাদ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে যে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হইয়াছে তাহা বিভিন্ন সমস্যার কারণে বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া অভিযোগে জানা যায়।

মোট ৬৮টি বিদ্যালয়ে এই কার্যক্রম চালু করা হইয়াছে। সরকারী হিসাব মতে, ৬৮টি বিদ্যালয়ে ৪৫৯৫ জন বালক এবং ৩৬৪৩ জন বালিকা মোট ৮২৩৮ জনের অভিভাবকরা গম পাইতেছে,। খলিশখালির একজন শিক্ষক জানান, যাহারা প্রকৃত গম পাইবার যোগ্য তাহাদের অধিকাংশ বাদ গিয়াছে। ফলে, তাহাদের পুত্র-কন্যাদের বিদ্যালয়ে আনা সম্ভব হইতেছেনা। কাগজ-কলমে এই কর্মসূচীর মাধ্যমে যে ছাত্র-ছাত্রী দেখান হইয়াছে বর্তনানে তাহার অর্ধাংশ বিদ্যালয়ে প্রতিদিন সময় মত হাজির হয় না। উক্ত বিষয় সম্পর্কে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সহিত যোগাযোগ করিয়া জানা যায়, প্রথম দিকে যে ছাত্রছাত্রী ছিল ধীরে ধীরে তাহার সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। তাহারা পুনরায় তাহাদের বিদ্যালয়ে আনার জোর প্রচেষ্টা চালাইতেছেন।

শিক্ষকদের অভিযোগে জানা যায়, এই কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য থানা ও ইউনিয়ন পর্যায় যে কমিটি আছে তাহার সকল সদস্যরা সকল দায়িত্ব শিক্ষকের উপর ন্যস্ত করিয়া তাহারা নিষ্ক্রিয় হইয়া গিয়াছেন। যাহাদের একজন ছাত্র বা ছাত্রী বিদ্যালয়ে আসে তাহারা মাসে ১৫ কেজি এবং যাহাদের একাধিক ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ে আসে তাহারা ৩০ কেজি করিয়া গম পাইবে। গম পাইবার আর একটি শর্ত হইতেছে মাসে ২৫ দিন অবশ্যই বিদ্যালয়ে হাজির থাকিতে হইবে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ২৫ দিন হাজির ছেলে-মেয়ের সংখ্যা কম থাকায় গম বিলি লইয়া প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের মধ্যে বচসা হইতে দেখা যায়। ইহা লইয়া প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া অভিযোগ করেন। অভিভাবকদের অভিযোগে জানা যায়, যে পরিমাণ গম তাহাদের পাওয়ার কথা সে পরিমাণ গম তাহাদের দেওয়া হয় না, উক্ত বিষয়ে খলিসাখালির একজন শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অভিভাবকদের অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেন। তিনি জানান যে, খাদ্য গুদাম হইতে গম আনিবার পর কম হয়। তাহা ব্যতীত গম আনিবার সময় গুদাম কর্তাকে মোটা অংকের অর্থ দিতে হয়। না দিলে ঐ পরিমাণ গম কম দেয়, তাহা ছাড়া ডি,ও আনা হইতে শুরু করিয়া গম স্কুল পর্যন্ত আনার কোন খরচ সরকার দেয় না। এই গম হইতে তাহা সংগ্রহ করিতে হয়; ফলে তাহারা কম দিতে বাধ্য হন। খাদ্য কর্মসূচীর প্রতিটি বিদ্যালয়ের একই অবস্থা।

শিক্ষদের অভিযোগে জানা যায়, গমের ডিও লওয়া হইতে শুরু করিয়া গম আনা পর্যন্ত একজন শিক্ষককে এক সপ্তাহ দৌড়াদৌড়ি করিতে হয়। গমের জন্য এবং মিটিং-এর জন্য যে সময় তাহাদের ব্যয় করিতে হয় তাহাতে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। একজন শিক্ষক জানান, এই কারণে বর্তমান বৎসর তাহার বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ভাল ফল করিতে সক্ষম হইবে না।

শিক্ষকরা জানান যে, গম বিতরণের দায়িত্ব যদি ইউনিয়ন পরিষদ অথবা অন্য ব্যক্তি বা সংস্থার দায়িত্বে না দেওয়া হয় তাহা হইলে খাদ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিবে।